দৈনিক ইত্তেফাক

01 OCT 1987

141

দরিরামপুরের নজরুল একাডেমী

ময়মনসিংহ জেলার ত্রিশাল উপজেলায় অবস্থিত দরিরামপুর হাইস্কুল (বর্তমান নজরুল একাডেমী) আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের বাল্য স্মৃতি বিজড়িত। কবিভক্ত সকলে জানেন, কাজীর সীমলার দারোগা কাজী রফিজ উল্যা কবিকে আসানসোলের এক রুটির দোকান হইতে উদ্ধার করিয়া এই স্কুলে আনেন। কবি স্কুলে দুই বৎসর লেখাপড়া করেন। প্রতি বছর এখানে সাড়ম্বরে কবির জন্মোৎসব পালিত হয়। বাংলাদেশের প্রখ্যাত শিল্পী সাহিত্যিকরা এখানে আসিয়া কবির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তাই দরিরামপুর নজরুল একাডেমী নিঃসন্দেহে কবিভক্তদের তীর্থ কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছে। দুঃখের বিষয় কবি জীবনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত বাংলাদেশের একমাত্র যে বিদ্যালয়, সেই নজরুল একাডেমী এখনও জাতীয়করণ করা হয় নাই। নজরুল একাডেমীর দুরবস্থা দেখিয়া কবিভক্তরা দুঃখিত। কবির সম্মানের প্রতি ইহা অবজ্ঞা নয় কি ?

—আবদুল করিম, শিক্ষক, দরিরামপুর নজরুল একাডেমী।

নারায়ণগঞ্জের একটি স্কুলের পরিস্থিতি

গত ২৫শে সেপ্টেম্বরে স্থানীয় সংবাদদাতার খবরের বরাতে উপরোক্ত শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। আদর্শ স্কুলের ছাত্রদের বিভিন্ন দাবী-দাওয়াকে কেন্দ্র করিয়া স্কুলের কর্তৃপক্ষের সহিত ছাত্রদের সম্পর্কের চরম অবনতির প্রেক্ষিতে গত কয়েক দিনে একজন শিক্ষক এবং ১০ জন ছাত্র আহত হওয়ার খবর এবং সেই কারণে কর্তৃপক্ষ ২৭শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত স্কুল বন্ধ ঘোষণা করিয়াছে মর্মে উপরোক্ত খবরটি সম্পূর্ণ মিথ্যা, বিভ্রান্তিকর এবং ভুল তথ্যের উপর ভিত্তি করিয়া রচিত। স্কুল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জামায়াত ও শিবিরের রাজনীতি চালু করিবার কোন প্রশ্নই উঠে না। স্কুলে চাকা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত শিক্ষা ও কারিকুলামের পাশাপাশি কোরআন ও ধর্মীয় শিক্ষা বাধ্যতামূলকভাবে প্রদান করা হয়। ইহার সহিত দ্বিমতপোষণকারী একটি মহল দীর্ঘ দিন যাবৎ স্কুলের সুষ্ঠু পরিচালনায় বিঘ্ন সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রকার উদ্ভট ও অবাস্তব অজুহাত খাড়া করিয়া স্কুলের ভাবমূর্তি বিনষ্টের প্রয়াসে লিপ্ত আছে। জামায়াত ও শিবির কর্মী কর্তৃক স্কুলে হামলা চালাইয়া শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট করার অভিযোগ মিথ্যা, বানোয়াট এবং কাল্পনিক। বরং একদল উচ্ছৃঙ্খল যুবক কর্তৃক পরীক্ষা চলাকালীন উপর্যুপরি ৩ দিন হামলা চালানোর ফলে একজন শিক্ষকসহ তিনজন ছাত্র এবং ১ জন ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য আহত হয়। তাহাছাড়া কর্তৃপক্ষের নিকট স্কুলের ছাত্ররা কোন দাবী-দাওয়া পেশ করে নাই কিংবা আমাদের জানামতে এইরূপ কোন দাবী পেশ করিবার কোন কারণও উদ্ভব হয় নাই।

—মোঃ ফয়েজুর রহমান মিয়া, (ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ও সম্পাদক) ও আলহাজ এম, আবুবকর সিদ্দিক, চেয়ারম্যান, আদর্শ স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটি, নারায়ণগঞ্জ।